ক্ষুদ্রঋণকে ব্যাংকিং কাঠামোয় নিলে প্রতিষ্ঠান এবং প্রান্তিক মানুষ ঝুঁকিতে পড়বে

১. প্রারম্ভিকা:

ক্ষুদ্রঋণ শুধুমাত্র সঞ্চয় বা ঋণ প্রদানের একটি আর্থিক কার্যক্রম নয়; এটি একটি গভীর সামাজিক রূপান্তরের প্রতীক। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবার নাগাল এখনো সীমিত, সেখানে ক্ষুদ্রঋণ দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের মেঠোপথে হাঁটলেই এই নীরব বিপ্লবের বাস্তব প্রতিচ্ছবি চোখে পড়ে।

এটি কেবল অর্থের লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং কোটি মানুষের টিকে থাকার সংগ্রাম, নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধারে এক অনন্য মানবিক কাহিনি বহন করে। গত কয়েক দশকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম নিজেকে একটি সাধারণ আর্থিক সেবা থেকে উন্নীত করে গ্রামীণ অর্থনীতির একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই এবং মানবিক অবকাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

যে খাতের সঙ্গে কোটি কোটি মানুষ, লক্ষ লক্ষ পরিবার, হাজার হাজার মাঠপর্যায়ের কর্মী এবং অসংখ্য উন্নয়ন-অংশীদার যুক্ত সেই খাতকে শুধু "ঋণ ব্যবসা" হিসেবে দেখা ঠিক নয়। এতে বাংলাদেশের উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সফল অভিজ্ঞতাকে খাটো করে দেখা হবে। এমন একটি প্রেক্ষাপটে, যখন এই সফল ও বহুল পরীক্ষিত ব্যবস্থাকে একটি প্রচলিত ব্যাংকিং কাঠামোর আওতায় আনার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে, তখন এর সম্ভাব্য প্রভাব ও ঝুঁকি সম্পর্কে গভীর, তথ্যভিত্তিক এবং দায়িত্বশীল পর্যালোচনা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের এখন নিজেকে প্রশ্ন করার সময় এসেছে আমরা কি উন্নয়নের এই মানবিক ভিত্তিকে অজান্তেই ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছি?

২. ক্ষুদ্র ঋণ শুধু ঋণ নয় এটা মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত একটি উন্নয়ন কাঠামো:

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণের মূল শক্তি এর সামাজিক চরিত্রে নিহিত। এটি কোনো সাধারণ "loan product" নয়; বরং এটি মানুষকেন্দ্রিক একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়া। সহজভাবে বললে, ক্ষুদ্রঋণ শুধু টাকা দেওয়া বা নেওয়ার বিষয় নয় এটি মানুষের জীবনযাত্রা উন্নয়নের একটি সমন্বিত ব্যবস্থা।

এই কাঠামোর মধ্যে ঋণ ও সঞ্চয়ের পাশাপাশি থাকে প্রশিক্ষন, জীবিকা উন্নয়ন, নারীদের সংগঠিত করা, মাঠপর্যায়ের নিয়মিত সহায়তা, সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অর্থাৎ, এখানে সবকিছু একসঙ্গে কাজ করে মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন নারী ক্ষুদ্রঋণ নিলে তিনি শুধু একটি ব্যবসা শুরু করারই সুযোগই পান না; বরং তিনি প্রশিক্ষণ পান, একটি সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন, নিয়মিত পরামর্শ পান এবং ধীরে ধীরে নিজের অবস্থান ও আত্মবিশ্বাস শক্তিশালী করেন।

তাই ক্ষুদ্রঋণকে যদি শুধুমাত্র একটি আর্থিক ব্যবস্থার দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে এর প্রকৃত শক্তি ও সামাজিক গুরুত্ব বোঝা সম্ভব নয়। বাস্তবে এটি গ্রামীণ অর্থনীতির একটি মানবিক অবকাঠামো, যা মানুষের জীবন, সম্পর্ক ও সক্ষমতাকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

৩. সাফল্যের পরিসংখ্যান: তৃণমূলের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড:

দেশে নানা সংকট, নানা বাধা থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্রঋণের সাফল্য প্রশংসনীয়। নানান গবেষণা, সরকারি নানা দলিলেও দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের সাফল্য স্বীকৃত রয়েছে। অন্যান্য ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) এবং এর ২২৩টিরও বেশি অংশীদার সংগঠনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা একটি বিশাল নেটওয়ার্ক আজ দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রাণভোমরা । ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তথ্য অনুযায়ী, এই নেটওয়ার্কে ২.০৭ কোটি সদস্য এবং ১.৫৮ কোটি ঋণগ্রহীতা যুক্ত রয়েছেন । ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সদস্যদের মোট সঞ্চয় ছিল ২৮,২৩৮ কোটি টাকা, যেখানে ঋণ বিতরণ হয়েছে ১,১৫,১২৩ কোটি টাকা। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ প্রমাণ করে যে, ক্ষুদ্রঋণ কোনো বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নয়, বরং এটি একটি সুসংগঠিত জাতীয় উন্নয়ন শক্তি।

পিকেএসএফ-ভিত্তিক বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ নেটওয়ার্ক: নির্বাচিত পরিসংখ্যান:

পার্টনার অর্গানাইজেশন	২২৩+
মোট সদস্য (২০২৪-২৫ অর্থ বছর)	২.০৭ কোটি
মোট ঋণগ্রহীতা (২০২৪-২৫ অর্থ বছর)	১.৫৮ কোটি
সদস্যদের মোট সঞ্চয়	২৮২.৩৮ বিলিয়ন টাকা
পিকেএসএফ থেকে পার্টনার অর্গানাইজেশন-এ ঋণ বিতরন (২০২৪-২৫ অর্থ বছর)	৭৫.৫৩ বিলিয়ন টাকা
পিকেএসএফ এর পিও-দের কাছে বকেয়া ঋণ (৩০ জুন ২০২৪)	১১৮.২১ বিলিয়ন টাকা
পিও-দের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাদের কাছে ঋণ বিতরন (২০২৪-২৫ অর্থ বছর)	১৫১.২৩ বিলিয়ন টাকা
পিও-দের ঋণগ্রহীতাদের কাছে বকেয়া ঋণ (৩০ জুন ২০২৪)	৭১৩.৫৮ বিলিয়ন টাকা
প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মোট ঋণপ্রবাহ	৯.১৫ ট্রিলিয়ন বেশি

৪. জবাবদিহিতা সম্পন্ন একটি সুশৃঙ্খল খাত:

এই খাতটি 'অনিয়ন্ত্রিত'–এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল । এটি বর্তমানে একাধিক স্তরে জবাবদিহির আওতায় রয়েছে:

ক. MRA (Microcredit Regulatory Authority): লাইসেন্সিং ও আর্থিক তদারকি নিশ্চিত করে ।

খ. NGO Affairs Bureau: আইনি ও প্রশাসনিক তদারকি বজায় রাখে

গ. PKSF: তহবিল পরিচালনা এবং সামাজিক ফলাফল মূল্যায়ন ও মনিটরিং করে । অর্থাৎ, শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে একে ব্যাংকে রূপান্তর করার যুক্তিটি বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ।

৫. ক্ষুদ্র ঋণের প্রাণ শক্তি; কেন এটা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকল্প নয়, বরং আলাদা একটি বাস্তবতা:

ক. ক্ষুদ্রঋণের প্রকৃত পরিচয়; আর্থিক পণ্য নয়, সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যম: ক্ষুদ্র ঋণকে শুধুমাত্র একটি 'লোন প্রোডাক্ট' হিসেবে দেখলে এর প্রকৃত শক্তি ও দর্শনকে খাটো করে দেখা হয়। বাস্তবে এটি একটি সমাজকেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া, যেখানে অর্থনৈতিক সহায়তার পাশাপাশি মানুষের সক্ষমতা, আস্থা এবং সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়।

খ. ব্যাংক বনাম ক্ষুদ্রঋণ; কাঠামোগত ও দর্শনের মৌলিক পার্থক্য: প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থা মূলত মুনাফা, জামানত এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কঠোর কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। এর বিপরীতে ক্ষুদ্রঋণ পরিচালিত হয় 'আস্থা', 'পারস্পরিক দায়বদ্ধতা' এবং 'সামাজিক সংহতি'র ভিত্তিতে। এখানে ঋণগ্রাহীতারা শুধু গ্রাহক নন; তারা একটি সংগঠিত সামাজিক কাঠামোর অংশ, যেখানে দলভিত্তিক দায়বদ্ধতা, নিয়মিত বৈঠক এবং পারস্পরিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ. বিস্তৃতি ও প্রভাব; কোটি মানুষের জীবনে ক্ষুদ্রঋণের সংযোগ: বাংলাদেশে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এবং এর ২২৩টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্রঋণ নেটওয়ার্ক আজ প্রায় ২ কোটিরও বেশি মানুষের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। এই বিশাল কাঠামো কেবল ঋণ বিতরণেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্যসেবা সচেতনতা এবং সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করার মতো বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ঘ. মানবিকতা ও নমনীয়তা; দুর্যোগে ক্ষুদ্রঋণের অনন্য ভূমিকা: এই ব্যবস্থার অন্যতম প্রাণশক্তি হলো এর নমনীয়তা ও মানবিকতা। প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবন দেশ হিসেবে বাংলাদেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা অন্যান্য বিপর্যয়ের সময় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল আর্থিক লেনদেনের হিসাব করে না; বরং তারা দ্রুত মানবিক সহায়তা নিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ায়। ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ও এর সহযোগী সংস্থাগুলোর প্রায় ২,৪২২ কোটি টাকার সহায়তা প্যাকেজ এই মানবিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

ঙ. মৌলিক প্রশ্ন; ব্যাংকিং কাঠামো কি এই মানবিকতা ধারণ করতে সক্ষম? এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন উঠে আসে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক, যার কার্যক্রম মূলত মুনাফাকেন্দ্রিক এবং কঠোর নিয়ন্ত্রক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ, সে কি একইভাবে দুর্যোগের সময় নমনীয়তা দেখিয়ে গ্রাহকের পাশে দাঁড়াতে পারে? বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছে, এই সক্ষমতা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সীমিত, কারণ তাদের কাঠামো এমন মানবিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার জন্য তৈরি নয়।

সুতরাং, ক্ষুদ্রঋণকে প্রচলিত ব্যাংকিং কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার যে কোনো উদ্যোগ নেওয়ার আগে এর এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সামাজিক ভিত্তি, নমনীয়তা, মানবিকতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন দর্শন গভীরভাবে বিবেচনা করা জরুরি। অন্যথায়, আমরা কেবল একটি আর্থিক মডেলকে পরিবর্তন করব না; বরং একটি কার্যকর সামাজিক উন্নয়ন ব্যবস্থার প্রাণশক্তিকেই দুর্বল করে ফেলতে পারি।

৬. প্রস্তাবিত 'ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক অধ্যাদেশ ২০২৫': আশঙ্কার জায়গা:

সরকার ক্ষুদ্রঋণ খাতকে আধুনিকায়ন করতে চাইছে, যা প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রস্তাবিত 'ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক অধ্যাদেশ ২০২৫' নিয়ে আমাদের কিছু মৌলিক উদ্বেগ রয়েছে:

ক. মিশন ড্রিফট বা লক্ষ্যচ্যুতি: ক্ষুদ্রঋণের মূল লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়ন। কিন্তু ব্যাংকিং কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হলে এটি অনিবার্যভাবে মুনাফা-চালিত হয়ে পড়বে। ফলে প্রান্তিক মানুষগুলো ধীরে ধীরে সেবার বাইরে চলে যাবে এবং 'সদস্য' থেকে কেবল 'গ্রাহক'-এ পরিণত হবে।

খ. জটিল আমলাতান্ত্রিকতা: ব্যাংকিং খাতের কঠোর নিয়মকানুন এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ক্ষুদ্রঋণের দ্রুত ও সহজলভ্য সেবাকে বাধাগ্রস্ত করবে। সাধারণত ব্যাংকগুলোতে ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের অনুমোদন, নথিপত্র যাচাই, জামানতের শর্ত এবং আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়, যা সময়সাপেক্ষ এবং অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য জটিল হয়ে দাঁড়ায়। মাঠপর্যায়ে যেখানে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন যেমন হঠাৎ কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কৃষি মৌসুমের জরুরি প্রয়োজন, কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসার তাৎক্ষণিক পুঁজি সংকট সেখানে কেন্দ্রীয় অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করলে সেবার মান কমিয়ে দেবে। ব্যাংকিং ব্যবস্থার এই আমলাতান্ত্রিক ধীরগতি শুধু সময়ই নষ্ট করে না, বরং অনেক সম্ভাবনাময় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে সুযোগ হারাতে বাধ্য করে যা তাদের আর্থিক ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেয়। দীর্ঘমেয়াদে এটি ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তিমূলক লক্ষ্যকে ব্যাহত করে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির গতিশীলতা কমিয়ে দেয়।

গ. সামাজিক সুরক্ষার অভাব: এনজিওগুলো শুধু ঋণ প্রদানেই সীমাবদ্ধ থাকে না; তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নারীর ক্ষমতায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ অঞ্চলে অনেক মানুষ এখনো প্রাতিষ্ঠানিক সেবা থেকে বঞ্চিত, যেখানে এনজিওগুলো সরাসরি তাদের দোরগোড়ায় গিয়ে সহায়তা পৌঁছে দেয়। যেমন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম, সচেতনতা বৃদ্ধি, টিকাদান কর্মসূচি, মাতৃস্বাস্থ্য সেবা এবং দুর্যোগ মোকাবিলার প্রশিক্ষণ এসব উদ্যোগ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে।

অন্যদিকে, ব্যাংকিং মডেল সাধারণত মুনাফাকেন্দ্রিক হওয়ায় এসব সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয় না। ফলে শুধুমাত্র ঋণ বিতরণে গুরুত্ব বাড়লেও, মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়গুলো উপেক্ষিত থেকে যেতে পারে। এর ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী আর্থিকভাবে কিছুটা লাভবান হলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবিলায় পিছিয়ে পড়বে। দীর্ঘমেয়াদে এটি সামাজিক বৈষম্য বাড়াতে পারে এবং টেকসই উন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৭. আমাদের দাবি ও নীতিগত সুপারিশ

আমরা ক্ষুদ্রঋণ খাতের সংস্কার চাই, কিন্তু তা হতে হবে এর মানবিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে। আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনাগুলো হলো:

ক. মানবিক চরিত্র বজায় রাখা: ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে এনজিও-ভিত্তিক মানবিক কাঠামোতেই বহাল রাখতে হবে। একে মুনাফা-চালিত বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তর করা আত্মঘাতী হতে পারে।

খ. PKSF-কে শক্তিশালী করা: PKSF-কে একটি জাতীয় উন্নয়ন অবকাঠামো হিসেবে আরও ক্ষমতায়ন করতে হবে, যাতে তারা মাঠপর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

গ. সমন্বিত তদারকি: Microcredit Regulatory Authority (MRA), NGO Bureau এবং PKSF-এর মধ্যে একটি শক্তিশালী সমন্বয় তৈরি করতে হবে, যাতে তদারকি ব্যবস্থা আরও আধুনিক হয় কিন্তু তা যেন সেবার পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।

ঘ. সামাজিক নিরীক্ষা (Social Audit): কেবল আর্থিক লাভ-ক্ষতি নয়, বরং ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে মানুষের জীবনে কী পরিবর্তন এলো, তার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন করতে হবে।

৮. উন্নয়নের পথ হোক মানুষের জন্য:

আমরা মনে করি, উন্নয়ন মানে কেবল বড় বড় দালান, অবকাঠামো বা ব্যাংকিং ব্যালেন্সের বৃদ্ধি নয়; প্রকৃত উন্নয়ন হলো মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং একটি নিরাপদ ও সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা। যখন একজন মানুষ নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে, নিজের আয়ে পরিবার চালাতে পারে এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী হতে পাওে সেখানেই উন্নয়নের প্রকৃত প্রতিফলন দেখা যায়।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ মডেল এই দৃষ্টিভঙ্গিরই একটি সফল উদাহরণ, যা কেবল অর্থনৈতিক সহায়তা নয়, বরং সামাজিক পরিবর্তনেরও একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। এটি লাখো মানুষের জীবনে আত্মনির্ভরতার আলো জ্বালিয়েছে, নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করেছে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করেছে। তাই এই পরীক্ষিত ও সফল মডেলটিকে একটি অপরীক্ষিত ও কঠোর ব্যাংকিং কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে বরং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী আরও আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, স্বচ্ছ এবং মানবিক করে তোলাই হওয়া উচিত।

একটি কার্যকর উন্নয়নব্যবস্থা এমন হওয়া প্রয়োজন, যেখানে আর্থিক সেবা সহজলভ্য হওয়ার পাশাপাশি মানুষের সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়গুলো সমান গুরুত্ব পায়। মানুষ যেন কেবল ঋণগ্রহীতা হিসেবে বিবেচিত না হয়ে, বরং একজন সম্মানিত নাগরিক হিসেবে নিজের জীবন গড়ে তোলার সুযোগ পায় এই লক্ষ্যই হওয়া উচিত আমাদের উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু।

আমরা এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে উন্নয়ন হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই এবং মানবিক; যেখানে কেউ পিছিয়ে থাকবে না, এবং সবাই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। আসুন, আমরা এই মানবিক উন্নয়ন কাঠামোকে রক্ষা ও শক্তিশালী করি, যাতে আগামী প্রজন্ম একটি ন্যায়ভিত্তিক, স্থিতিশীল এবং সমৃদ্ধ অর্থনীতির উত্তরাধিকার পায়।

কোস্ট ফাউন্ডেশন
ঠিকানা: মেট্রো মেলোডি, বাড়ী-১৩, রোড নং-০২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।